জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিপন্ন উপকূল
মনপুরা দ্বীপ বাঁচাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জবাবদিহিমূলক ও গণমুখী উদ্যোগ চাই

জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হলেও এর কারণে বিশ্বে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ শীর্ষে। এটি এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এমনিতেই বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ৫০০০ এর বেশি মানুষ মারা গেছে এমন ৩৫টি সাইক্লোনের ১৬টি আঘাত করেছে বাংলাদেশে, এসব সাইক্লোনে বিশ্বে মোট নিহতদের ৫৩% বাংলাদেশী। আশংকা করা হচ্ছে যে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব না হলে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ২৭ সেমি বাড়লে দেশের প্রায় ৩ কোটি লোক প্লাবিত হবেন, ২০০৮-২০১৪ সময়কালে প্রায় ৫০ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হতে পারে। ইতিমধ্যেই অনেক মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়ে বড় বড় শহরে আশ্রয় নিচ্ছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ঢাকার ৭০% বস্তিবাসী জলবায়ু উদ্বাস্তু।

সমগ্র উপকূল অরক্ষিত: ৬ কোটি উপকূলবাসী বিপদাপন্ন

সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় এলাকার বাধসমূহের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২০০৭ সালের পর থেকে ক্রমাগতভাবে ঘূর্ণিঝড় আইলা, সিডর, কোমেন, ২০১২-১৩ সালের উপকূলীয় বন্যা ইত্যাদি মিলিয়ে ভোলা, কক্সবাজার, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাটসহ প্রায় সকল উপকূলীয় জেলার বাধের অবস্থাও নাজুক এবং জনগণ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ৬০ ও ৭০ দশকে কংক্রিট ব্লক ফেলে উপকূল ভাঙন রোধে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলেও তার পর হতে বিগত ৪০ বছরে স্থায়ী বাধ নির্মাণে বৃহৎ কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের বেশির ভাগই ক্ষুদ্র, অপ্রতুল এবং অস্থায়ী সমাধান কেন্দ্রিক। যেমন- জিও ব্যাগ, নদীর তীর উঁচু করা, রিং বেড়ি ইত্যাদি। আবার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্র পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে যেসব বাধ রয়েছে সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নিচু। বিগত বছরগুলিতে আমরা দেখেছি অমাবশ্যার জোয়ারের পানি বেশির ভাগ বাধ উপচিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। জলাবদ্ধতা, ফসলহানি, লবণ পানির প্রকোপ ইত্যাদি কারণে আজ ৬ কোটি উপকূলবাসী বিপদাপন্ন।

উপকূলের ঝুঁকির কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পুরো বাংলাদেশের উপরই দৃশ্যমান। কিন্তু এর ফলে উপকূলীয় এলাকা অধিকতর ঝুঁকির্পুণ। এর কারণ এসব এলাকার ঘনবসতি, সম্পদের অপব্যবহার, কৃষি ও শিল্পের প্রসার, দূষণ, পরিবেশের ক্ষতি ও জলবায়ু

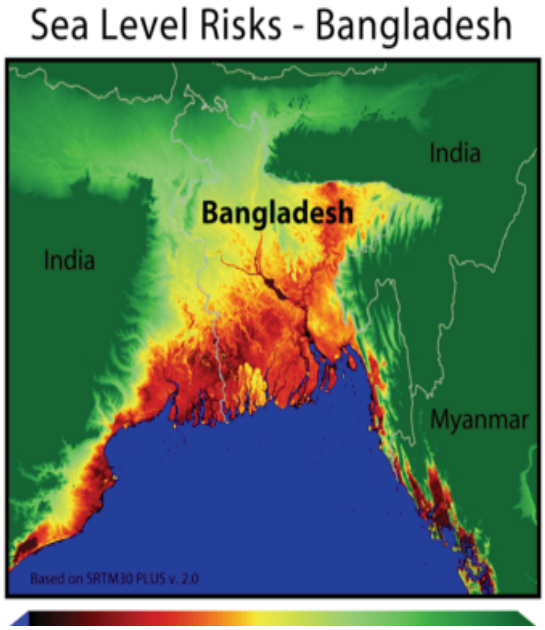

পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ বৃদ্ধি, ম্যানগ্রোভ ধ্বংসসহ মানব রচিত নানা দুর্যোগ। উজানের দেশ থেকে পানি প্রত্যাহারের কারণে উপকূলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া উপকূলের খাদ্য নিরাপত্তার হুমকিসহ নানা সংকটের কারণ। ৫৩% উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার প্রকোপ রয়েছে। ১৯৭৩ এর তুলনায় ২০০০ সালে প্রায় ২০.৪% এলাকা নতুন করে লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে, ২.৮৬ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি জমির প্রায় ১ মিলিয়ন হেক্টর লবণাক্ততা দ্বারা আক্রান্ত। সাতক্ষীরার ৭৫%, বাগেরহাটের ৬৬%, খুলনার ৩২% এবং বরগুণা জেলার ৭২% এলাকা লবণাক্ত পানির প্রবেশের কারণে বিশুদ্ধ খাবার পানি সংকটে আছে।

আছে নদী ভাঙ্গন। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে সুন্দরবন উত্তর দিকে দিকে প্রায় ৮.৩% কমে গেছে, আর এর ফলে ঝুঁকিতে আছে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের ১৮% পরিবার, যাদের জীবিকা

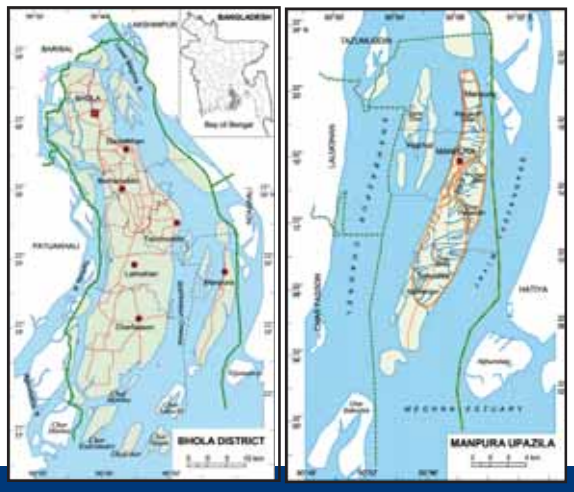

তানিয়ার এখন বয়স ১৩ বছর। স্কুলে যায় না। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাকে বন্ধ করতে হয়েছে তার পড়াশোনা। দিন মজুর বাবা নদী গর্ভে হারিয়েছেন ভিটেমাটি। তানিয়ারা এর পর আশ্রয় নেয় তার নানা বাড়ি, নদী হানা দেয় সেখানেও! তলিয়ে যায় তার নানা বাড়ি। এভাবে সব মিলিয়ে পাঁচবার তানিয়াকে তার বসত বদলে ফেলতে হয়, এ কারণেই বন্ধ হয়ে যায় তার পড়াশোনা।

মনপুরায় এরকম তানিয়া আছে অগণিত।

তানিয়া: আশ্রয় বদলে গেছে ৫ বার, বন্ধ হয়েছে পড়াশোনা

এর উপর নির্ভরশীল। এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও নিম্নচাপের ঝুঁকিও বাড়ছে, ফলে বঙ্গোপসাগরের প্রতিকূল আবহওয়ার জন্য প্রায় ৫ লাখ জেলের নিয়মিত জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে। অপরিকল্পিত ও দ্রুত নগরায়ন উপকূলের নানা সংকট তৈরি করছে, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো উপকূলীয় এলাকার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

১৯৬০-৮০ সালে প্রায় ৫ হাজার কিমি বেড়ি বাধ নির্মাণ করা হয় কৃষি কাজের সহায়তার জন্য, এর বিরূপ প্রভাবে অনেক স্থানে জলবাদ্ধতা দেখা দেয়। ১২৩টি পোল্ডারের মধ্যে ৪৪টি পোল্ডারই বড় ঘূর্ণিঝড়ের ফলে পানিতে তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে, অপর্যাপ্ত ম্যানগ্রোভ থাকায় ২০৫০ সালের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে আরও ২৯টি।

তলিয়ে যাচ্ছে মনপুরা:

জলবায়ু পরিবর্তন বা নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত একটি দ্বীপ হলো মনপুরা দ্বীপ। এই দ্বীপ ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে নদী গর্ভে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে মনপুরা দ্বীপটি প্রায় ৩৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা হারায়। মনপুরায় প্রায় প্রতিটি পরিবারেই স্থানচ্যুতি বা বাস্তুচ্যুতির ঘটনা আছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে কোনও কোনও পরিবারকে ছয় থেকে সাতবার পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করতে হয়েছে। হাজির হাট এবং মনপুরা ইউনিয়নের শতকরা ১৫% লোক স্থায়ী ভাবে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত এক তথ্যে দেখা যায়, মনপুরা দ্বীপটি প্রতিবছর প্রায় ১২মিটার করে জমি হারায়, এই সময়কালে দ্বীপটির মোট ৬.৯৭ কিলোমিটার এলাকা নদী গর্ভে তলিয়ে যায়।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, এই পর্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক একর জমি নদী গর্ভে হারিয়ে গেছে। প্রায় ২০টি গ্রাম, ১০টি বাজার পুরোপুরি পানির নিচে চলে গেছে। কলাতলী, আন্দির পাড়া, রামনেওয়াজ, কাউয়ারটেক, কুলাগাজীর তালুক, সোনার চর, চরজ্ঞান, ভুলাইকান্দি, মহাজনকান্দি, চরকৃষ্ণ প্রসাদ ইত্যাদি গ্রাম প্রায় পুরোটাই পানির নিচে চলে গেছে। এছাড়াও পুরোপুরি নদী গর্ভে চলে গেছে ঢালি মার্কেট বাজারম সূর্যমুখী বাজার এবং লতাকান্দি গ্রাম। কলাতলী, মিয়াজমির্শা, ভুলাইকান্দি, ফরাজিকান্দি, মহাজনকান্দি, খাসমহলসহ কয়েকটি গ্রামের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। মেঘনার ভাঙনে স্থানান্তরিত হওয়া ১০টি বাজারের মধ্যে হাজীর হাট ৫বার, নায়েবের হাট ২বার, রামনেওয়াজ বাজার ৫বার, মাওলানা বাজার ২বার করে স্থানান্তরিত হলেও কউয়ারা টেক বাজার, দাসের হাট, মুন্দার হাট ও কর্তার হাট বর্তমানে কেবলই স্মৃতি। স্থানান্তরিত হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে হাজীর হাট মডেল সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, মনপুরা সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, চর কৃষ্ণপ্রসাদ সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, কলাতলী সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, আন্দির পাড় সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, দাসের হাট সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, মাছুয়াখালী সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, মনপুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আন্দির পাড় মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। রামনেওয়াজ গ্রামের সুলিজ হাট বাজারটি এই পর্যন্ত ১০ থেকে ১২ বার সরিয়ে নিতে হয়েছে।

মেঘনার প্রচণ্ড ভাঙ্গনে মনপুরার প্রধান শহর যেকোন সময় বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে । শহর থেকে প্রমত্তা মেঘনার দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ। নদীর কাছাকাছি অবস্থিত হাজীর হাট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মনপুরা বনবিভাগ কার্যালয়, পোস্ট অফিস,

মনপুরা থানা, হাজীর হাট বাজার, উপজেলা হাসপাতাল, উপজেলা পরিষদ চত্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ বহু স্থাপনা বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন। যে কোন মুহূর্তে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকায় দিন পার করছেন হাজীর হাট বাজারের ৫ শতাধিক ব্যবসায়ী এবং সহস্রাধিক পরিবারের হাজার হাজার মানুষ।

মনপুরা রক্ষায় আমাদের দাবি:

আমরা জানতে পেরেছি যে, মনুপরায় রক্ষায় সম্প্রতি প্রায় ১৯৭ কোটি টাকার প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। আমরা চাই এই প্রকল্পগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন। আমরা এর আগে দেখেছি উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেও এর সুফল উপকূলবাসী পান না। এসব বিবেচনায় মনপুরাকে রক্ষায় আমরা নিম্নোক্ত দাবিগুলো তুলে ধরছি:

১.১ চলমান কর্মকাণ্ড বিষয়ে সকল তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিশ্চিত করা: কাজ শুরুর পূর্বে এবং কাজ চলার সময় উপকরণ মান, পদ্ধতি, সময়, বাজেট ইত্যাদি বিষয়ে সকল তথ্য উন্মুক্ত রাখা এবং প্রতিটি প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সহজ করা। যাতে জনগণ চাইলেই যেকোন অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ধরতে ও অভিযোগ করতে পারে।

১.২ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এবং দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও সিস্টেম লস কমানো: পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিমুক্ত হলে এবং এসকল প্রতিষ্ঠানে দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থাকলে প্রাক্কলিত ও অনুমিত ব্যয়ের চেয়ে কমপক্ষে ২০% কম খরচে উপকূলীয় ভূমি রক্ষার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

১.৩ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আমূল সংস্কার করা এবং জেলা পরিষদ এবং স্থানীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করার ব্যবস্থা করা: নদী রক্ষা পরিকল্পনা করার সময় পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীরা জনগণের মতামত নিতে আগ্রহ দেখায় না। এই মনোভাব পরিবর্তনে ব্যবস্থা নিতে হবে। বোর্ডের দায়িত্ব প্রাপ্তদের জেলা পরিষদের নিকট জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১.৪ তলদেশ থেকে তীর পর্যন্ত ব্লক দিতে হবে: পানি বিশেষজ্ঞ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, পানি উন্নয়ন প্রকৌশলী, স্থানীয় জনগণ এবং সংশ্লিষ্টদের আলাপ-আলোচনা, ও তথ্য ভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে তলদেশ থেকে তীরের উচ্চতা পর্যন্ত ব্লক স্থাপন করে ভোলা জেলার নদীর তীর রক্ষা করা।

১.৫ প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে কাজে যুক্ত করার সুপারিশ: কংক্রিট বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ কর্মকাে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদারদের পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে কাজ করতে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ প্রকৌশলী ইউনিটকে যুক্ত করতে হবে।

অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ

অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, আলোক যাত্রা, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিএসঅ-াই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, মুক্তির ডাক, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, সংকল্প ট্রাস্ট।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: মো. মজিবুল হক মনির (মোবাইল: ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮), মোস্তফা কামাল আকন্দ (মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১)
কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ওয়েবসাইট: www.equitybd.net, www.coastbd.net

participates in survival strategies of coastal poor
COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust